International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-II, Issue-XI, December 2016, Page No. 46-62
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www,irjims,com

স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও নারী উন্নয়নের নতুন দিক : একটি সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

পার্থ সারথী বোস
গবেষক, এম ফিল, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

Abstract

The main objective of SHG (Self Help Group) is to irradicate the poverty and to develop the socio-economical condition of the people of grass root level. In general SHG is a small group of those peoples who are belongs to below poverty line. Theanother objective of SHG is womens' empowerment besides this it helps to increase the ability of savings among the poor. It also the time to realize that how much the developmental plan like SHG will be helpful as well as fruitful and is applicable in our third world country like India because here one of the major problems is poverty. So it is intended to evaluate the impact of SHG on the people those who are in the below poverty line. Literally SHG is a scheme for the rural people but now it also being applicable in urban area as well. Many of them those who have joined SHG are able to develop their socioeconomically condition through it. Now a day many research have been organized to evaluate and to explore the needs of SHG in our day to day life. How much it is helping, is it playing positive or negative role, these are the main concern of the researcher. These data will help to diffuse the developmental scheme like SHG. But it is true that we have to play crucial role to make this scheme successful.

Key Words: Alternative development, Cooperative, CDP, Self Help Group, IRDP, NABARD, DWCRA, NGO, Micro finance, Micro finance, SGSY.

চারিদিকে যখন উন্নয়নের প্রবাহ ঠিক তার অপর প্রান্তে প্রদীপের শিখার নীচে পরে থাকা অন্ধকারের মত দরিদ্রতা যেন এক অভিশাপ। উন্নয়নের মানদণ্ডে এই প্রান্তিক শ্রেণির বাসিন্দারা যেন বেমানান। উন্নয়নের আলোয় যেখানে ভূবনায়নের ভাষার দাপট ঠিক তার বিপরীতে দূর্বল, অসমর্থ, দরিদ্র মানুষের কাছে বেঁচে থাকাটাই হয়তো বিলাসিতা, নয়তো বা Challenge। সবার জন্য উন্নতি দরকার, দরকার উন্নয়ন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় চাহিদাটুকু পূরণ করার সামর্থের প্রয়োজন। সবার জন্য উন্নয়ন হবে কিন্তু দুর্ভাগ্য ভোগ করবে বা সুফল পাবে গুটি কয়েক মানুষ। Marx এর ভাষায় যাদের হাতের মুঠোয় রয়েছে উৎপাদিকা শক্তির নিয়ন্ত্রন তারাই যেন উন্নয়নের সুফল ভোগ করার দাবিদার। কিন্তু যদি পথে চলতে হয়, সে বিপ্লবই হোক আর উন্নয়নই হোক সকল শ্রেণিকেই অঙ্গীভূত করার মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভবপর হতে পারে। মূল স্রোতের উন্নয়নে মুষ্ঠিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে দূরে সরিয়ে গান্ধিজি এক বিকল্প উন্নয়নের (Alternative development) পথকে দেখানোর চেষ্ঠা করেন। তার কাছে উন্নয়ন কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, সাথে সাথে প্রয়োজন সামাজিক উন্নয়ন। এবং সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে যা প্রয়োজন তা হল সমাজের তৃণমূল স্তর থেকে এর প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

আর এই তৃণমূল স্তরের উন্নয়নকে অর্থাৎ দরিদ্র শ্রেণির উন্নয়নকে মাথায় রেখেই অনেক আগে থেকেই নানান উন্নয়ন মূলক চিন্তা ভাবনা শুরু হয়। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "The Principle of Cooperation" নামক গ্রন্থে Cooperative বা সমবায় ধারণাটি আনেন। যা পরবর্তী কালে Community Development Programme (CDP) হিসাবে উঠে আসে। কিন্তু উন্নয়নের পথ যেহেতু মসৃন নয় কাজেই এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাষ্ট্র, NGO প্রভৃতির ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই যেমন সফল তেমনি ব্যর্থতার তালিকাও কম নয়। সামগ্রিক বিচারে এই সকল চিন্তা ভাবনায় যথার্থ পরিকল্পনার অভাব, উদ্দেশ্যের প্রতি উদাসীনতা, আমলাতান্ত্রিক যান্ত্রিকতা, প্রভৃতি প্রতিবন্ধকতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে উন্নয়নের একটি দীর্ঘস্থায়ী ও বিকল্প কার্য্যকরী চিন্তা ভাবনা হিসাবে গড়ে ওঠে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর (Self Help Group) ধারণাটি, মূলত স্তরের দরিদ্র শ্রেণির মহিলাদের কথা মাথায় রেখেই এই পরিকল্পনার যাত্রা শুরু।

দারিদ্র দূরীকরণের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের কিছু উল্লেখযোগ্য প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় আশির দশক ও তার কিছু পূর্বে থেকেই। তবে মোটামুটি আশির দশক থেকে বিষয়টিকে কিছু গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা যায়। ১৯৮০-৮১র এই সময়ে সরকার Integrated Rural Development Programme (IRDP) গড়ে তোলেন। যার মূল লক্ষ্য ছিল দরিদ্র চাষিদের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে সরাসরি লোন প্রদান করা। ১৯৮২ সালে National Bank of Agriculture & Rural Development (NABARD) গঠিত হয়। এই একই সময়ে তৎকালীন সরকার Development of Women & Children in Rural Areas (DWCRA) গঠন করেন। IRDPর ই উপপরিকল্পনা হিসাবে এর উদ্দেশ্য ছিল অসমর্থ দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ১৫থেকে ২০ জনের দল গঠন করে revolving fund এর মাধ্যমে তাদের আর্থিক উন্নতিতে সাহায্য করা। ১৯৮০-র দশকের মধ্যবর্তী সময়ে সারা দেশে সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। যাকে আমরা স্বনির্ভর গোষ্ঠী (Self Help Group বা SHG) হিসাবে জানি। বেশির ভাগ গোষ্ঠীগুলি Non-Government Organization (NGOs) দ্বারা পরিচালিত হত। এখানে রাষ্ট্রের কোন ভূমিকাই ছিল না। ১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উদারীকরণের সূচনা হয়। ১৯৯২ সালে NABARD ব্যাঙ্কের মাধ্যমে SHG গুলিকে ঋণ প্রদানের সাথে সাথে ব্যাঙ্ক যাতে ঋণ দিতে উৎসাহিত হয় সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে থাকে। ১৯৯৩ সালে Rashtriya Mahila Kosh (RMK) বা National Credit Fund for Women গঠিত হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে স্বনিযুক্ত মহিলারা যাতে NGO গুলির মাধ্যমে ঋণ পেতে সক্ষম হয় সেই দিকে নজর দেওয়া হয়। ১৯৯৮ সালে 'Sa Dhan' গঠিত হয় Micro Finance Organization of Indiaর মাধ্যমে। ২০০০ সালে Reserve Bank of India (RBI) বা ভারতীয় কেন্দ্রিক ব্যাঙ্ক MFOs কে ব্যাঙ্কের ঋণ দানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনা হিসাবে তুলে ধরে। ২০০১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ২,৮৫,০০০ SHG বাণিজ্যিক সংস্থার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে।

বর্তমানে **"ক্ষুদ্র পুঁজি ক্ষুদ্র ঋণ"** পৃথিবীর অনেক দেশের গরীব মানুষের মধ্যে ঋণ পরিসেবা দেওয়ার একটি বিশেষ মাধ্যম হিসাবে গুরুত্ব লাভ করেছে। ১৯৯৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত "ক্ষুদ্র ঋণ শীর্ষ সম্মেলন" (Micro Credit Summit) ২০০৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর ১০০ মিলিয়ন দরিদ্রতর পরিবারের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে স্বনিযুক্তির জন্য ঋণ (Credit for Self-Employment) আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সেই আন্দোলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সংগঠিত হতে থাকে। এর আগে বাংলাদেশে ড. মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রামে জোবরা গ্রাম থেকে ক্ষুদ্র পুঁজি ক্ষুদ্র ঋণের আন্দোলন শুরু করেন। পরবর্তী কালে যা গ্রামীণ ব্যাঙ্কে রূপান্তর ঘটে। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, কেনিয়া, বলিভিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে ক্ষুদ্র পুঁজি ক্ষুদ্র ঋণের আন্দোলন বিভিন্ন রূপে গড়ে উঠতে থাকে। এই আন্দোলনের প্রভাব ভারতেও পড়ে। ১৯৯২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে NABARD এর পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে SHG- Bank Linkage Programme চালু করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ১৯৯৪ সালে তাদের কর্ম গোষ্ঠীর সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কগুলিকে **"ক্ষুদ্র পুঁজি ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প"** চালু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে। ভারতে এই কাজ শুরু হয় ব্যাঙ্ক ও NGO র মাধ্যমে। এই সময় BAXIX, SHARE

MYRADA প্রভৃতি মাইক্রো ফিন্যান্স সংগঠন গড়ে ওঠে। ওই প্রসঙ্গে গুজরাটের মহিলাদের নিয়ে ১৯৭৪ সালে গঠিত SEWA-র কথা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার।

৭০-র দশক থেকে ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র বিত্ত কর্মসূচীর (Micro Finance) মাধ্যমে দরিদ্রদের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালু হয়। যদিও এই প্রয়াস ভারতবর্ষে শুরু হয় অনেক পরে। তবুও মাইক্রো ফিনান্সের অগ্রগতির হার ভারতবর্ষে খুবই প্রশংসনীয়। Micro Finance System মূলত তাদের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠে। যারা ছোট ব্যবসা বা কুটির শিল্প শুরু করতে চায় কিন্তু কম আয়ের জন্য তা তাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ে। এই কাজের জন্য যে প্রাথমিক পুঁজির প্রয়োজন হয় তা তাদের নেই। যদি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্পত্তি বন্ধক রাখতে হয়। এদের তেমন কোন সম্পত্তি নেই তাই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাওয়া থেকে তারা বঞ্চিত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য গড়ে ওঠে Micro Finance System বা **ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা**। এখানে ব্যক্তি ঋণ যেমন পায় আবার কিছু বন্ধক ও রাখতে হয় না। তবে এই ঋণ প্রদানের কিছু পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে ঋণ চান এমন কয়েকজনকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয়। ঋণ দেওয়া হয় এই গোষ্ঠীকে। গোষ্ঠী ঠিক করে কিভাবে সদস্যদের মধ্যে এই ঋণ বন্টন হবে, অর্থাৎ কে কে ঋণ পাবে, কতটা অংশ পাবে। কোন সদস্য ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে তার দায় ভার গোষ্ঠীকেই বহন করতে হয়। ফলে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নজরদারী করেন। গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা অত্যন্ত জরুরী। এই দায়বদ্ধতাই ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করে। ফলে একদিকে যেমন এই মানুষগুলির পুঁজির প্রয়োজন মেটে তেমনি ঋণ পরিশোধও হয়।

মাইক্রো ফিন্যান্স সিস্টেমের অপর একটি দিক হল অসংগঠিত ক্ষেত্রের **স্বল্প আয় সম্পন্ন মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা গড়ে তোলা**। এই সব মানুষের সঞ্চয়ের পরিমাণ এতটাই কম যে একক ভাবে তা কোনো ব্যাঙ্কে জমা করতে বিভিন্ন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। মূলত প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নের বিষয়টিকে ভাবনায় রেখেই Micro Finance System পরিচালিত হয়। এই পদ্ধতিতে ঋণ বাবদ যে অর্থের প্রয়োজন তা আসতে পারে যে কোনোও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সংস্থা বা ব্যাঙ্ক, অথবা কোনোও বেসরকারী সংস্থা (NGO) মারফত ঋণ দানের পূর্বে প্রাথমিক ও আবশ্যিক স্তর বা বলা যেতে পারে Micro Finance পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল Self Help Group বা SHG গঠন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী বলতে কি বোঝায়?

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ১৯৯২ সালে মথুরাপুর থানায় খাঁড়ি লার্জ সাইজড সমবায় সমিতিতে প্রথম স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলে। পরবর্তীকালে এই মডেল NABARD এর কাছে চতুর্থ মডেল হিসাবে স্বীকৃতি পায় ও প্রমাণিত হয় যে NGO ছাড়াই এই আন্দোলনকে গড়ে তোলা ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এই মডেলের নাম দেয় **"সমবায়ের মধ্যে সমবায়"**। এই মডেলগুলি আলোচনার পূর্বে জানা প্রয়োজন SHG বলতে আমরা কি বুঝি? **সাধারণভাবে কোনো গোষ্ঠীকে তখনই সদর্থে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বা** Self Help Group (SHG) **বলা যেতে পারে যখন তাদের প্রয়োজনীয় ঋণ তাদেরই সঞ্চিত অর্থ থেকে যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয় এবং তা কোনো আর্থিক সমস্যার সাহায্য ব্যাতিরেকেই**। এ তো গেল অর্থনৈতিক দিক থেকে। সামাজিক দিক থেকে বলতে গেলে **স্বর্নিভর গোষ্ঠী বলতে বোঝায় কিছু মানুষ (পুরুষ বা নারী) যাদের সামাজিক প্রেক্ষাপট একই রকম, কর্মের ঐতিহ্য, কর্ম-সংস্কৃতি একই রকম, এবং যাদের নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া মোটামুটি ভাল, তারা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ৫-২০ জন মিলে এক একটি গোষ্ঠী তৈরী করে যার উদ্দেশ্য হবে নিজেদের সমষ্টিগত জীবনের মান উন্নত করা বা একই ভাবে বলা যায় দরিদ্র মানুষ যখন এক জোট হয়ে ছোট ছোট দল (৫-২০ জনের) গঠন করে নিজেদের অবস্থা ফেরানোর জন্য উদ্যোগ নেয় তখন তাদের বলে স্বনির্ভর দল**। আবার স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে তারা যখন দলগত ভাবে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উদ্যোগ নেবে, ব্যাঙ্কে সঞ্চয় খাত (Savings Account) খুলবে তখন তাকে বলা হবে স্বনির্ভর দল।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ভারতবর্ষের সরকার পরিচালিত সর্ববৃহৎ ক্ষুদ্রবৃত্ত কর্মসূচী (Micro Finance) হল স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG) এই কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য হল দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ করে মহিলাদের, যারা বহুদিন ধরে উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় অবহেলিত হয়ে থেকেছেন। এই কর্মসূচীটি শুরু হয় ১লা এপ্রিল ১৯৯৯ সালে।

SHG কর্মসূচী পূর্বের দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্পগুলির তুলনায় অনেকটাই আলাদা। আবেদন ও বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রেই প্রকল্পটি মৌলিক। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষজনকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে বেশী আয় করতে সহায়তা প্রদান করা যাতে তারা অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারে এবং দারিদ্র সীমানার উপড়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় নারীদের ক্ষমতায়ন ও তপশীল জাতি ও উপজাতির মানুষদের বিশেষ করে এই শ্রেণির মহিলাদের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য দেওয়াই হল এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির পাশে পাশে তাদের জীবনের অন্যান্য দিকগুলি, যথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক উন্নতি ইত্যাদির উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পূর্বের দারিদ্র দূরীকরণ প্রকল্প গুলিতে সার্বিক উন্নয়নের ভাবনা সেরকমভাবে কোনো সময়েই ছিল না।

স্বনির্ভর দলভিত্তিক উন্নয়নই হল এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। স্বনির্ভর দল হল একই আর্থ সামাজিক অবস্থায় ১থেকে ২০ জনের এমন একটি দল যারা দলের মধ্য থেকে সঞ্চয় করে এবং সেই টাকা থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে বা সংসারের প্রয়োজনে সেই টাকা কাজে লাগায়। এলাকা বিশেষে দলের সদস্য সংখ্যার নিয়মে কিছুটা শিথিলতার অবকাশ আছে। মরুভূমি বা পাহাড়ী অঞ্চলে সেচ প্রকল্পে এবং প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষেত্রে দলের সদস্য বা সদস্যার সংখ্যা ৫থেকে ২০ হতে পারে। এই ধরনের এলাকা চিহ্নিত করার দায়িত্ব SGSYএর রাজ্যস্তরে কমিটির উপর ন্যস্ত আছে।

NABARD আরও একটি মডেলকে স্বীকৃতি দেয় তাহল **"সমবায় মডেল"**।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী: "ত্রিস্তরীয় সমবায় ঋণদান ব্যবস্থায়" সমবায়ের মধ্যে সমবায় লক্ষ্য করা যায়। এই গুলি হল নিম্নরূপ:

প্রথম স্তর: প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমিতি হল প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। সমিতিগুলি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন, লালন পালন ও ঋণ দানে সহায়তা করে থাকে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে রিফাইন্যান্স নেয় এবং গোষ্ঠী সদস্যদের ঋণ দান করে। উৎপন্ন দ্রব্যের বিপননের ব্যবস্থা করে।

দ্বিতীয় স্তর: কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হল সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সহায়ক হিসাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে রিফাইনয়ান্স নিয়ে সমিতি গুলিকে দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্কগুলিতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর দেখা শোনার জন্য পৃথক শাখা ও নির্দিষ্ট আধিকারিক আছে। গোষ্ঠী এবং সদস্যদের সভাসমিতির আয়োজন ছাড়াও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, পুস্তিকা ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে থাকে।

তৃতীয় স্তর: রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক হল সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক NABARD কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় সমিতি এবং সমবায় দপ্তরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ গোষ্ঠী গঠনের রীতি নির্ধারণ, খাতাপত্র তৈরী করা এবং গোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রচারপত্র, পুস্তিকা ইত্যাদি সরবরাহ করে। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের পক্ষে NABARD থেকে রিফাইন্যান্স নেয়।

এছাড়াও যে মডেলগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল:

রেখাচিত্র ১.১
ব্যাঙ্কের উদ্যোগে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী

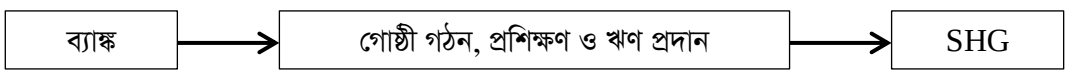

এই পদ্ধতিতে ব্যাঙ্ক সরাসরি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করে। তারা গোষ্ঠী গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণ দান করে। নির্দিষ্ট সময় পর গোষ্ঠীগুলি (SHG) যখন ঋণ লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠে, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়, তখনই ব্যাঙ্ক তাদের ঋণ প্রদান করে। এখানে ব্যাঙ্ক এক ধরনের Facilitator ও ঋণ যোগানকারীর ভূমিকা পালন করে।

রেখাচিত্র ১.২
NGO র উদ্যোগে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী

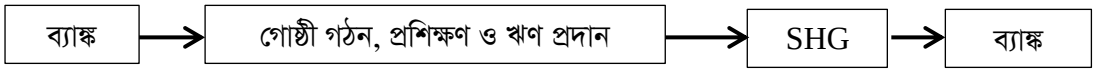

এই মডেলে গোষ্ঠী গুলি (SHG) গঠনের দায়িত্বে থাকে সরকারি, আধা সরকারি বা বেসরকারি সংস্থা (অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন NGO) তারা গোষ্ঠী গঠনের থেকে শুরু করে সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও ঋণ লাভের উপযুক্ত করে তোলার দায়িত্ব নিয়ে থাকে। এইরূপ ঋণ প্রদানকারী ব্যাঙ্ক গোষ্ঠীগুলির পারদর্শিতা বিচার করে ঋণ প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে Facilitator এর অন্যতম লক্ষ্য গোষ্ঠী ও ব্যাঙ্কের মধ্যে সেতু বন্ধন।

রেখাচিত্র ১.৩
ব্যাঙ্ক ও NGOর যৌথ উদ্যোগে গঠিত স্বনির্ভর গোষ্ঠী

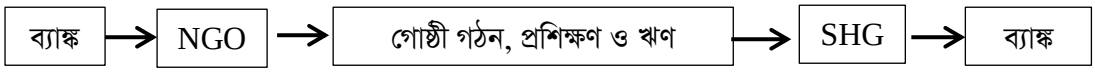

এই ক্ষেত্রে NGO বা আধা সরকারী সংস্থাগুলি একই সঙ্গে Facilitator এবং ঋণ প্রদানকারীর (Micro Finance Intermediaries) ভূমিকা পালন করে। এমন অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান যেখানে ব্যাঙ্কের পক্ষে সরাসরি ঋণ প্রদান করাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক NGO বা আধাসরকারী সংস্থগুলিকে অর্থ সরবরাহ করে এবং সেই অর্থ ঋণ হিসাবে ওই সংস্থার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কাছে পৌঁছয়। এখানে পরিচালনার ক্ষেত্রে Facilitator মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

SHG পদ্ধতিতে ঋণ দুভাবে বন্টন করা যেতে পারে, (এক) ঋণ দেওয়া হতে পারে গোষ্ঠীকে যা গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নিতে পারে। (দুই) গোষ্ঠী কোন একজন সদস্যকে যাকে গোষ্ঠী প্রধান নির্বাচন করে ঋণ দেবেন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অথবা ঋণ এক সদস্য থেকে অন্য সদস্যে চক্রাকারে প্রবাহিত হতে পারে। এখন এই গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে ঋণ দানের সুবিধা হল যদি কোনো সদস্যের গৃহিত ঋণ সঠিক সময়ে ফিরত না আসে, তবে সেক্ষেত্রে জরিমানা অতিরিক্ত সুদের হার ধার্য করা, এমন কি সেই গোষ্ঠীকে পরবর্তী ঋণ মঞ্জুর না করার মত শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলতঃ গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের স্বার্থেই ঋণ বাবদ অর্থ সঠিক সময়ে ফিরৎ দেওয়ার বিষয়ে তদারকি করতে পারে। এই ব্যবস্থাকে "Peer Monitoring" বলা হয়ে থাকে। এর ফলে ঋণ প্রদানকারী সংস্থাকে ঋণের অর্থ ফিরতের বিষয়ে অর্থ ও সময় ব্যয় করতে হয় না। ঋণের দায় যেহেতু গোষ্ঠীর উপর সামগ্রিক ভাবে বর্তায়, অতএব গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে কতগুলি প্রাথমিক সচেতনতা থাকা প্রয়োজন।

প্রথমত: গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা খুব বেশী হলে গোষ্ঠী প্রধানের পক্ষে পরিচালনা করতে সমস্যা দেখা দেয় কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গোষ্ঠী প্রধান নির্বাচিত হয় গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে থেকেই। সাধারণ বিশ জনের বেশী কোন গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত: গোষ্ঠীভূক্ত সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থান ঋণের প্রয়োজনীয়তা, কর্মকুশলতা ইত্যাদি দিকগুলির মধ্যে একটি সমতা থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

SHG (Micro Finance) ব্যবস্থার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রান্তিক, স্বল্প আয় সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সৃষ্টি করা, অর্থাৎ SHG এর সদস্যরা একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থ সঞ্চয় করেথাকে। অনেক সময় এই

অর্থ নেওয়া হয়'Member Fee' হিসাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঞ্চয় হয় গোষ্ঠীর নামে। তবে গোষ্ঠীর মধ্যে একটি সদস্য কার্ড বা নথীকরণ পুস্তিকা থাকে। সেখানে প্রতি সদস্যের সঞ্চয়ের পরিমাণ সন্তোষজনক হলে সেই সঞ্চয় থেকে ঋণও প্রদান করা হয়ে থাকে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকেই সরকার প্রচেষ্টা চলে আসছে দারিদ্র দূরীকরণের। প্রথমে গড়া হয়েছিল IRDP এবং সেখানে থেকে DWCRA ও সিটরা। অবশেষে গঠিত হয় স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রকল্প যা দেখায় দারিদ্র দূরীকরণের অন্যতম সফল ও বিকল্প পথ। স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনকে অর্থবহ করে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বেশ কিছু প্রকল্প চালু করে। তার মধ্যে একটি হল SHG। বলা যেতে পারে পূর্বতন IRDP প্রকল্প, বাংলাদেশ মডেল, ও NABARD এর Credit Bank Linkage Programme এর একটি মিশ্রন প্রকল্প এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী প্রকল্প। যেখানে ঋণ ও অনুদান হাত ধরাধরি করে এর থেকে অনুদান নির্ভর মানসিকতা তৈরী করছে যা স্বনির্ভরতার ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, সেখানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ধারণা দরিদ্র সাধারণ মানুষ বিশেষ করে প্রান্তিক মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে যথেষ্ঠ সহায়ক বলে মনে করা হয়।

ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সুযোগ সমাজের দরিদ্রতম ও অসংগঠিত মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে NABARD **'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী'** বা Self Help Group (SHG) নামে একটি প্রকল্প চালু করে। এই প্রকল্পের বহুমুখী উদ্দেশ্যের সাথে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যটি ছিল ৫-২০জনের একটি সমজাতীয় গোষ্ঠী মূলতঃ মহিলাদের অপ্রথাগতভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা করে নিজেদের প্রয়োজনে বিশেষ করে অর্থনৈতিক কাজে খরচ করবে এবং বাড়তি সঞ্চয় ব্যাঙ্কে জমা রাখবে, পরবর্তী কালে প্রয়োজন মত গোষ্ঠীর সঞ্চয়ের আনুপাতিক হারে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে পারবে। প্রকল্পটির একটি উদ্দেশ্য ছিল **"নারীর ক্ষমতায়ন"** বা Women Empowerment। যদিও এই গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে পুরুষদেরও আয় বৃদ্ধির সুযোগ হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী কাল থেকে ভারত সরকার যতগুলি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তার মধ্যে SHGই এক মাত্র প্রকল্প যার একটি সুচিন্তিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে। এবং প্রকল্পটি রূপায়িত হয় একেবারে তৃণমূল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। কাজেই গোষ্ঠী গঠন ও সদস্য নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গোষ্ঠী গঠনের নির্দেশিকা ভাল ভাবে না মেনে বিভিন্ন পেশা ও বিভিন্ন আয় স্তরের মানুষকে একই গোষ্ঠীতে রাখা হয়। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের চাহিদার বিভিন্নতা গোষ্ঠীর কাজ কর্মে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন উঠে আসে।

স্বনির্ভর সঞ্চয় দলের প্রয়োজনীয়তা কি?

- ❖ স্বনির্ভর দল গঠনের মাধ্যমে মহিলাদিগকে আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলা।
    - বিপদে আপদে দলের নিকট হতে ঋণ অর্থ নিয়ে সাংসারিক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজন যাতে মেটানো সম্ভব হয় সেই উদ্দেশ্যে।
    - সচেতন হওয়ার তাগিদে এবং নিজেদের সমস্যা মেটানোর জন্য।
- ❖ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে সরিয়ে প্রান্তিক শ্রেণির মহিলাদের আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন।
- ❖ স্বনির্ভর সঞ্চয় দল ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- ❖ ব্যবসায় কাঁচামাল ক্রয় ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে।
- ❖ আয় বৃদ্ধির উপযোগী কোনো ব্যবসা / কারবার বা কৃষি সংক্রান্ত কাজ করার জন্য।
- ❖ দল সদস্যদের কাছে স্বনির্ভর সঞ্চয় দল ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিগণিত হয়।
- ❖ শারীরিক প্রতিবন্ধীদের দল গঠনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আশার আলো জাগাতে।
- ❖ তপশীলী জাতি ও তপশীলী উপজাতি মানুষজনকে সংগঠিত করতে।

- ❖ সামাজিক গঠনমূলক কাজ যথা শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্য বিধান, সুলভ শৌচাগার নির্মাণ সহ নানা সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে সকল গরীব মানুষ বিশেষ করে মহিলাদিগকে সংগঠিত করতে।
- ❖ সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের মতামতকে প্রাধান্য দিতে।
- ❖ সঞ্চয় আগে ঋণ পরে এই নীতির উপর স্বর্নিভর দলগুলি প্রতিষ্ঠিত করতে।

কাদের নিয়ে স্বর্নিভর গোষ্ঠী তৈরী হবে?

- ➢ দরিদ্র মানুষ যারা একই অঞ্চলে বসবাস করে এবং একই আর্থ সামাজিক অবস্থা থেকে এসেছে।
- ➢ বিভিন্ন পর্যায়ে দল গঠন করা যেতে পারে, শুধু মহিলা, মহিলা ও পুরুষ, বা শুধু পুরুষ।
- ➢ দল হবে ১০-২০ জনকে নিয়ে।
- ➢ একই ব্যক্তি একাধিক দলের সদস্য হতে পারবে না।
- ➢ একটি দলে একটি পরিবারের একজনের বেশী সদস্য থাকতে পারবে না।
- ➢ মোট স্বরোজগারীদের মধ্যে অন্ততঃ ৫০% হবে তপশীলীজাতি ও উপজাতিভুক্ত মানুষ এবং ৪০% হবে মহিলা।
- ➢ সেচ প্রকল্প বা প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে কমপক্ষে পাঁচ জনকে নিয়ে দল গড়া যেতে পারে।
- ➢ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে দলের মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা বিশ এবং অতি বিশেষ ক্ষেত্রে শতকরা ত্রিশ ভাগ পর্যন্ত দারিদ্রসীমার সামান্য উপর থেকে চয়ন করা যেতে পারে। (সদস্যরা যেন একই পাড়ায় পাশাপাশি বাস করেন, সামাজিক অবস্থা ও অর্থনৈতিক অবস্থার দিক থেকে যেন একই রকম হয়। সদস্যরা যেন পরস্পরকে ভাল ভাবে চেনেন বা জানেন)।
- ➢ একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন দলের সদস্য হতে পারেন।

মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত কিছু স্বর্নিভর গোষ্ঠীর কথা :

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং -১ : বর্ধমান, নীলপুর, উত্তরপাড়া, ক্ষুদ্রসঞ্চয় ও ঋণগোষ্ঠী ২০০৫ সালে গঠিত হয় ষোল জন মহিলাকে নিয়ে। এই গোষ্ঠী গঠন করতে প্রাথমিক ভাবে পৌরসভা সাহায্য করে। এখানে গোষ্ঠীর সদস্যদের আলোচনাক্রমে ঠিক হয় মাসিক বিশ টাকা করে সদস্য পিছু টাকা জমা দিতে হবে তহবিল গঠন করার জন্য। প্রাথমিক ভাবে সরকার থেকে চার শত টাকা সদস্য পিছু দেওয়া হয় গোষ্ঠীকে। পরবর্তী কালে সদস্যাদের প্রতিমাসে টাকা জমানোর যে পরিকল্পনা ছিল তা থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার টাকার মত জমানো হয়েছে এবং সদস্যারা পৃথক ভাবে তাদের প্রয়োজনে গোষ্ঠী তহবিল থেকে তিন হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারেন শর্তসাপেক্ষ। স্বনির্ভর গোষ্ঠী হিসাবে এই গোষ্ঠীটির নির্দিষ্ট কোন পেশা নেই। সকলেই প্রতি মাসে টাকা জমায় এবং প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, এবং এই ঋণের টাকা বিভিন্ন সদস্যা বিভিন্ন ভাবে কাজে ব্যবহার করে। এখানে গোষ্ঠীর সদস্যাদের পৃথক ভাবে ব্যক্তিগত পেশা রয়েছে এবং অনেকেই সেই পেশার উপরেই নির্ভরশীল। গোষ্ঠী থেকে ঋণ গ্রহণ করার পর তারা নিজ পেশায় বা ব্যক্তিগত কাজেই ব্যবহার করতে আগ্রহী। গোষ্ঠী গঠন করার সময় যে বিষয়টি মাথায় রাখা হয় তা হল এর মাধ্যমে সকল মহিলাই যেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাতন্ত্র ও স্বনির্ভর হয়। গোষ্ঠীর সকল সিদ্ধান্ত মিটিং এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। গোষ্ঠী তহবিল থেকে কোন সদস্যা ঋণ গ্রহণ করলে প্রতি মাসে এক শত টাকায় দুই টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়। যদিও সামগ্রিক বিষয়টি দেখাশোনা করেন দল নেত্রী।

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং -২ : বর্ধমান কাঞ্চননগর এলাকায় গড়ে ওঠা স্বনির্ভর গোষ্ঠী হল **শান্তি কলোনী ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠী**। ২০০০ সালে বিশ জন মহিলাকে নিয়ে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়। যদিও পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত বিভিন্ন কারণে সাত জন সদস্যা এই গোষ্ঠী ছেড়ে দেয়। তাই বর্তমানে গোষ্ঠীর সদস্যা সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তেরো জন। গোষ্ঠী গঠনের প্রথম পাঁচ বছর সদস্যা পিছু মাসে দশ টাকা জমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও পরে সেই টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে সদস্যা পিছু মাসে বিশ টাকা জমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সময় সরকারের কাছ থেকে চার শত টাকা দিয়ে গোষ্ঠী তহবিল চালু করা হয় যদিও পরে সরকারের কাছ থেকে প্রতি সদস্যা পিছু পাঁচ শত

টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। গোষ্ঠীর গঠনের মূল কারণটি যেটা উঠে আসে তা হল অর্থনৈতিক দুরাবস্থা। নিজেদের জীবনের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির উদ্দেশ্যেই প্রত্যেকে এই গোষ্ঠীতে নিজেদের নাম লেখায়। যখন প্রয়োজন হয় তখন গোষ্ঠীর সদস্যারা গোষ্ঠীর তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারে। যদিও এই ঋণ দানের বিষয়টি সদস্যাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই প্রতি মাসে এক শত টাকার উপর দুই টাকা সুদ দেওয়ার শর্তে ঋণ গ্রহণ করে। গোষ্ঠীটির নিজস্ব কোন পেশা নেই তাই সদস্যাদের জমানো টাকাই গোষ্ঠী তহবিলের উৎস। প্রথম দিকে সদস্যাদের নিয়ে মাসে দুইবার মিটিং করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে ও প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা থাকায় মাসে একবার করে মিটিং এ বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই গোষ্ঠীটি হল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত গোষ্ঠী। এখানে সকলের সিদ্ধান্ত অনুসারে একজনকে গোষ্ঠী নেত্রী নির্বাচন করা হয়েছে। যদিও নেত্রী পদ এখনো পরিবর্তন করা হয়নি। গোষ্ঠীর মিটিংএ সদস্যরা সকলেই উপস্থিত থাকতে পারেন না বিভিন্ন কারনে অর্থাৎ উপস্থিতির হার মোটামুটি। যারা উপস্থিত থাকতে পারেন না তারা গোষ্ঠীতে গৃহীত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে মেনে নেন বা সমর্থক করেন। গোষ্ঠী গঠন করতে পৌরসভা সাহায্য করলেও পরে কোন প্রশিক্ষণ মূলক সুযোগ সুবিধা পাননি। অন্যান্য সংগঠন থেকেও কোন প্রকার সুবিধা পাননি গোষ্ঠীর সদস্যারা জানান।

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং -৩ : বর্ধমান নীলপুর অঞ্চলের অন্য আর এক গোষ্ঠী হল **উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতি**। ২০০৫ সালে বিশ জন সদস্যাকে নিয়ে এই গোষ্ঠী গঠিত হয়। এই গোষ্ঠীর সদস্যারা প্রত্যেকেই মহিলা। গোষ্ঠী গঠনের সময় সরকার থেকে গোষ্ঠীর জন্য চার শত টাকা দেওয়া হয়েছিল। যা দিয়ে প্রাথমিক ভাবে গোষ্ঠী তহবিল গড়ে ওঠে। সদস্যাদের আলোচনাক্রমে প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্যা বিশ টাকা করে গোষ্ঠী তহবিলে জমা করবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রয়োজনে প্রত্যেক সদস্যাই গোষ্ঠী তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারবে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে। গোষ্ঠী গড়ে ওঠার পিছনে অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দূর করা মূল কারণ হলেও কিছু করে দেখানোর তাগিদও ছিল গোষ্ঠী সদস্যাদের মধ্যে। গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে পৌরসভা ও স্থানীয় কাউন্সিলারদের সাহায্য রয়েছে বলে জানান গোষ্ঠী সদস্যারা। যখন সদস্যাদের অর্থের প্রয়োজন হয় তখন আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় ঋণের জন্য আবেদনকারীকে কতটা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া যেতে পারে এবং মাসে প্রতি এক শত টাকার উপর দুই টাকা সুদ দিতে হবে এই শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দেওয়া হয়। এই সামগ্রিক ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াটির উপরই ভিত্তি করেই গোষ্ঠী তহবিল বা ফান্ড গড়ে উঠেছে। গোষ্ঠীর নিজস্ব পেশা থাকার ফলে সদস্যাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে ওঠে যার ফলে পারস্পরিক তালমিলও ভাল হয়। উৎপাদিত দ্রব্য বাজারীকরণের জন্য গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজ উদ্যোগে দোকানে দোকানে গিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য দিয়ে আসেন। বিভিন্ন মেলাতে নিজেদের গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে দোকান বসানো হয় বলে তাঁরা জানান, এক্ষেত্রে পৌরসভাও অনেক সাহায্য করে থাকে। পৌরসভার অধীনে যে সকল মেলাগুলি হয় সেখানে গোষ্ঠীর উৎপাদিত দ্রব্যগুলির বাজারীকরণের ব্যবস্থাও অনেক সময় পৌরসভা করে দেয়। সদস্যাদের সম্মতি ও সমর্থন ক্রমে এক জনকে গোষ্ঠী নেত্রী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়। গোষ্ঠী নেত্রী পরিবর্তন করার প্রক্রিয়া বা সুযোগ থাকলেও এখনও পর্যন্ত নেতৃত্ব পরিবর্তন করা হয়নি। গোষ্ঠী সদস্যাদের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতি মাসে একবার করে মিটিংএ বসার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এখনও পর্যন্ত মিটিংএ গোষ্ঠী সদস্যাদের উপস্থিতির হার যথেষ্ট ভাল। সদস্যারা ব্যক্তিগত কাজে বা প্রয়োজনেও ঋণ গ্রহণ করে, যা দিয়ে তারা নিজে থেকে নতুন কিছু করতে পারে, আর এ ক্ষেত্রেও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার সুযোগ রয়েছে।

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং -৪: বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০০৪ সালে ১০ই নভেম্বর **কল্লোল সয়ম্ভর গোষ্ঠী** টি গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠী গঠনে প্রাথমিক ভাবে জামালপুর ব্লক সাহায্য করে। মোট তেরো জন সদস্য ও সদস্যাকে নিয়ে এই পুরুষ ও মহিলা দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠে। গোষ্ঠী সদস্যদের আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতি মাসে পঁঞ্চাশ টাকা সদস্য ও সদস্যা পিছু গোষ্ঠী তহবিলে জমা দিতে হবে। বর্তমানে এই গোষ্ঠীটির তহবিলে মোট তেরো হাজার দুই শত এক টাকা সঞ্চয় রয়েছে। স্বর্নিভর গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট পেশা হিসাবে এই গোষ্ঠীটি মৎস চাষকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যা শ্রীমতি

বিমলা বাগ জানান প্রতি মাসে দুই বার করে গোষ্ঠীর মিটিং এর আয়োজন করা হয়। গোষ্ঠীর সকল সিদ্ধান্তই মিটিং এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হয় যেখানে সকল সদস্য ও সদস্যাই তাদের মতামত দিয়ে থাকেন। গোষ্ঠী তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ করলে প্রতি মাসে প্রতি এক শত টাকায় দুই টাকা হিসাবে সুদ দিতে হবে এই শর্তে ঋণ দেওয়া হয়।

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং -৫: ২০০৪ সালে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাঁচ জন সদস্যকে নিয়ে **বাবা কালু রায় সয়ম্ভর গোষ্ঠী**টি গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীটি বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। প্রাথমিক ভাবে নিজেদের জীবনের আর্থসামাজিক মানোন্নয়ন কে সামনে রেখেই গোষ্ঠীটি গড়ে ওঠে। এই গোষ্ঠীতে আলোচনাক্রমে ঠিক হয় প্রতি মাসে সদস্য পিছু বিশ টাকা করে সঞ্চয় করবে। এই গোষ্ঠীটিও প্রাথমিক ভাবে গড়ে ওঠে জামালপুর ব্লকের সহায়তায়। বর্তমানে এই গোষ্ঠীটির তহবিলে তিন হাজার সাত শত সাতাশি টাকা সঞ্চিত আছে। এই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যা লতিকা কোলে জানান প্রতি মাসে একটি করে সভা বা মিটিং হয়। এই গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দিষ্ট কোন পেশা বা কাজ তেমন কিছু না থাকলেও পশুপালনেরই উপরই এরা নির্ভর করে। সদস্যরা গোষ্ঠী তহবিল থেকে টাকা ধার নিলে শর্তসাপেক্ষ ভাবে প্রতি মাসে ১০০ টাকায় দুই টাকা হিসাবে সুদ দিতে হয়।

গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী নং-৬: বিশালাক্ষী সয়ম্ভর গোষ্ঠী বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের জারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে অবস্থিত। প্রাথমিকভাবে গোষ্ঠী গড়ে তুলতে জামালপুর ব্লক সাহায্য করেছে বলে গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যা দীপালি বাগ জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানান ২০০৪ সালে ২৪শে অক্টোবর মাসে এই গোষ্ঠীটি পাঁচ জন সদস্যসে নিয়ে গড়ে ওঠে। এখনও পর্যন্ত এই গোষ্ঠীটির মোট সঞ্চয় চার হাজার তিন শত সাতাশ টাকা। তিনি জানান এই গোষ্ঠীর নির্দিষ্ট কোন পেশা নাই। তবে প্রত্যেকেই নিজের মত করে পশু পালন পেশায় যুক্ত। দীপালি বাগ জানান প্রতি মাসে একটি করে গোষ্ঠী সভা বসে। এবং গোষ্ঠী সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা এই মিটিংয়েই গ্রহণ করা হয়। গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রতিটি সদস্যাকে গোষ্ঠী তহবিলের জন্য মাসে বিশ টাকা করে জমা রাখতে হয়। এই তহবিল থেকে প্রয়োজনে ও আলোচনাক্রমে সদস্যরা টাকা ধার নিতে পারেন। তবে মাসে এক শত টাকায় দুই টাকা সুদের শর্তে টাকা ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কিছু স্বনির্ভর মহিলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা :

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১ : বর্ধমানের নীলপুর উত্তরপাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ গোষ্ঠীর সদস্যা **কনিকা দাস**। স্বনির্ভর গোষ্ঠী কি ভাবে তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা তিনি প্রকাশ করেন। তিনি জানান স্বামী মারা যাবার পর সংসার কিভাবে চলবে, কোথায় থাকবো, খাবো কি, ছেলে মেয়েদের কি করে মানুষ করবো এই চিন্তায় এক সময় দুর্ভাবনায় ও হতাশায় চারিদিক ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। ছেলে মেয়েদের মানুষ করা, তাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া যে কি কঠিন তা জীবন আমাকে শিখিয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায় নিজের মনের জোরে আস্তে আস্তে চেষ্টা করেছি ছেলে মেয়েকে দুবেলা খেতে পড়তে দিতে, পড়াশোনা করাতে। মুড়ি ভেজে লোকের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালিয়েছি। ছেলেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াতে পেরেছি, ও মেয়ে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হওয়ার পর একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সাহায্য বা স্বনির্ভরতা পাচ্ছি সংসার চালানোর ক্ষেত্রে অন্যদিকে আবার মনের জোড়ও পাচ্ছি বলে জানান কনিকা দেবী। একটা সময় সংসার খুব কষ্টে কেটেছে, টাকা পয়সার অভাবে তেমন কিছুই হয়ে ওঠে নি। তবে ধীরে ধীরে উন্নতি করার চেষ্টা করছি। ছেলে কারখানায় কাজ করে ওখানে যা পায় ও নিজে মুড়ি ভেজে যে টাকা পাওয়া যায় তা দিয়ে সংসারে দু বেলা ভাল ভাবে চলে যায়। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা হয়ে যে টাকাটা ঋণ নিয়ে থাকি সেই টাকা দিয়ে মুড়ি ভাজার চাল ও সাথে সাথে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনি। ফলে ঋণের টাকাটা হাতে থাকায় বেশী করে কিনে ভাজাভাজির পর বিক্রী করলে মোটামুটি লাভ হয়। আগে টাকা ধার করতে হত, স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার পর এখন আর তেমন হয় না।

নিজেই সংসার চালাই ও যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। মুড়ি ভাজার পর সেই মুড়ি বাড়িতে দিতে যেতে হত তাই ধীরে ধীরে চেনা জানা বেড়েছে এবং মোটামুটি লাভ ও হচ্ছে। এখন আমি অনেকটাই চিন্তা মুক্ত বলে জানান কনিকা দাস।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ২ : নীলপুর উত্তরপাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ গোষ্ঠীর অপর এক সদস্যা **শ্রীমতী রুনু দে** ধীরে ধীরে তিনি তার স্বনির্ভরতার কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান বিয়ের পর সংসার করতে করতে এক ঘেঁয়েমি চলে এসেছিল। বাড়িতে স্বামীই হলেন একমাত্র উপার্জনকারী। স্বামী কলের ব্যবসা করেন। কিন্তু নিজে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছি তাই ঘরে এক ঘেঁয়েমি কাজ করতে ভাল লাগত না বলে জানান শ্রীমতী রুনু দে। তিনি জানান এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে আলাদা কিছু করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। গোষ্ঠী থেকে টাকা ধার নিয়েছি, সেই সঙ্গে নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে একটি সেলাই মেশিন কিনেছি। বিয়ের পর মাঝখানে একটি দিদির কাছে সেলাই শিখেছি। তাই এখন আর অসুবিধা হয় না। এখন আমি অনেক কিছু তৈরী করতে পারি কথাটি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে জানান শ্রীমতী রুনু দে। স্বামী দুলাল দে জানান রুনু দেবী এই সকল কাজ করায় তিনি যথেষ্ট খুশি, কারণ তার মতে মেয়েরাও একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক। এর জন্য যথা সম্ভব সাহায্য করে যাবেন বলে জানান রুনু দেবীর স্বামী। শ্রীমতী রুনু দে জানান স্বামীর কলের ব্যবসায় মাস পোহালে সেখান থেকে একটা টাকা আসে, তা দিয়ে স্বামী, মেয়ে নিয়ে ভালই চলে যায়। তবে নিজে সংসার চালিয়েও সেলাই করার সব দিকটা ঠিকঠাক চলছে। কিছু টাকাও হাতে আসছে। সংসারে প্রয়োজন হলে দিতে পারছি, ভাল লাগছে। মেয়ে এখন খুব ছোট, ওকেও ভাল করে বড় করতে হবে বলে জানান শ্রীমতী রুনু দে। আগে আর্থিক অবস্থা তেমন ছিল না। এখন দুটো উপার্জন হচ্ছে, তাই আগের থেকে ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে, ধার দেনাও কম করতে হচ্ছে। নিজে কাজ করে দুটো পয়সা তো রোজগার করতে পারছি এটাই মানসিক সন্তুষ্টি বলে জানান মাধ্যমিক পাস রুনু দে।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৩ : শ্রীমতী অঞ্জলী বিশ্বাস হলেন নীলপুর উত্তরপাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ গোষ্ঠীর অপর এক সদস্যা। তিনি জানান একটা সময় আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। স্বামীর শরীরের অবস্থাও খুব খারাপ। সংসারও খুব কষ্ট করে চালাতে হচ্ছিল। তখন মনে হত নিজে যদি কিছু রোজগার করতে পারতাম তাহলে দুঃসময়ে কাজে লাগত। তখন সেই চিন্তা সফল না হলেও বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হবার পর ধীরে ধীরে সফল হতে থাকে বলে মনে করেন শ্রীমতী অঞ্জলী বিশ্বাস। এখন স্বামী খুবই অসুস্থ, কাজ করতে সক্ষম নয়, বাড়িতেই থাকে, আর ছেলে রাজ মিস্ত্রীর কাজ করে। তাই এখন সংসার চালানো খুবই শক্ত। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে গোষ্ঠী থেকে টাকা পয়সা ঋণ নিতে পারছি। নিজে সেলাই বোনা করি তাই সূতা কাপড় কিনতে হয়। গোষ্ঠী থেকে পাওয়া টাকা নিয়ে এগুলি কিনতে সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া সংসারের প্রয়োজনেও টাকা ব্যবহার করা হয় বলে শ্রীমতী অঞ্জলী বিশ্বাস জানান। এখন এই টাকা হাতে থাকলেও কিছুটা হলেও সংসার চালাতে সুবিধা হয়। নিজেই সব দিক বিবেচনা করে সংসারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিই। ধারদেনা করতে হলেও আগের থেকে তা অনেকটাই কমে গেছে। জামা কাপড় সেলাই-এর পর তিনি নিজে গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসেন তাই পরিচিতিও অনেকটাই বেড়েছে বলে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৪ : নীলপুর উত্তরপাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় ঋণ গোষ্টীর আর এক সদস্যা হলেন **খুকুরাণী খাসকেল**। তিনি পেশায় বর্ধমান পৌরসভার একজন চুক্তি ভিত্তিক কর্মী। স্বনির্ভর গোষ্ঠী সংক্রান্ত প্রশ্নে তিনি জানান বর্তমান পরিস্থিতি এতই কঠিন সেখান থেকে সংসার চালান বা বেঁচে থাকাটাই শক্ত। কাজেই বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যিকভাবে টাকা পয়সা তো লাগবেই। তাই পৌরসভার অস্থায়ী সাফাই কর্মীর কাজও করে থাকি। ছেলে তেমন কিছু করে না, দিনমজুরই বলা চলে (জেনারেটর অপারেট করে), কাজেই এখান থেকে উপার্জনও সামান্য, সঙ্গে বৌমা ও নাতি আছে, তাই সবার পেট চালাতে অন্য উপার্জনের পথও বেছে নিতে হয়েছে বলে জানান খুকুরাণী খাসকেল। অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভাল না হলেও ধার দেনা খুব একটা করতে হয়নি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হওয়ার পর গোষ্ঠী থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে মুড়ি ভাজার ব্যবসা শুরু করি। যদিও পাড়ার অনেকেই এ পেশায়

জড়িত তাই তাদের দেখেই অনেকটা এই পেশায় আসা। মুড়ি ভাজার চাল কেনার জন্য ঋণ নেওয়া টাকা থেকে চাল কিনি, তাছাড়া পাশাপাশি অন্যান্য খরচতো আছেই। সব থেকে বড় কথা হল নিজের বাড়িতেই মুড়ি ভাজি তাই সংসারের সব কাজ সেরে বাকি সময়টা এই পেশায় দিতে পেরেছি। এই পেশা থেকে মোটামুটি ভালই লাভ হচ্ছে, ফলে হাতে টাকাও থাকছে বলে জানান খুকুরাণী খাসকেল। এবং এই লাভের টাকা জমিয়ে ছেলেকে সাইকেল কিনে দিয়েছেন সেকথাও জানাতে ভোলেননি তিনি। এখন সংসারের প্রয়োজনে টাকাও দিতে পারছেন বলে আত্মবিশ্বাসের সাথে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৫ : শ্রীমতী মুক্তা রজতদাস নীলপুর উত্তরপাড়া ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর আর এক সদস্যা তথা দলনেত্রী। তিনি নিজেদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কে বেশ সচেতন এবং গোষ্ঠীর প্রতি যথাযথ দায়িত্বশীল বলে তিনি জানান। গোষ্ঠীর সকল সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ তাই নিজেদের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যেই এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উদ্ভব বলে শ্রীমতী মুক্তা রজতদাস জানান। বাড়ির পেশা কুম্ভকার হলেও নিজে আত্মনির্ভর হওয়ার উদ্দেশ্যেই পাশাপাশি সেলাই বোনাও করে থাকেন। গোষ্ঠী সূচনা থেকে যুক্ত হওয়ার ফলে গোষ্ঠীর ভাল খারাপ দিক সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। তিনি মনে করেন, যে উদ্দেশ্যে গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে সেটাকে সঠিকভাবে ও দায়িত্ব সহকারে পালন করাই এখন তার মূল কর্তব্য। কাজেই সদস্যদের সুবিধা অসুবিধায় পাশে দাঁড়িয়ে, প্রয়োজনে গোষ্ঠী তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য করা বা ঋণ দেওয়া এবং ঋণ পেতে যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রভৃতি সকল দিকগুলিই তিনি লক্ষ্য রাখেন। যদিও এত কিছু দিক সামলে চলা মোটেও সহজ নয় বলে তিনি মনে করেন। নিজে গোষ্ঠীর তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে নিজের পেশায় (সেলাই) ও পারিবারিক কাজে ব্যবহার করেন। কাজেই সাংসারিক অর্থনৈতিক চাপ থাকলেও এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর ঋণ যে কাজে লাগছে তা জানাতে ভোলেননি তিনি।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৬ : শান্তি কলোনীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর সদস্যা **শ্রীমতী ঝর্না সিকদার**। পেশায় গৃহবধু, কিন্তু মরসুমী ব্যবসা হিসাবে বালাপোষ তৈরী করেন। স্বামী পেশায় শ্রমিক তাই আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভাল নয় বলে জানান ঝর্না সিকদার। তিনি সূচনা থেকেই গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত। যদিও গোষ্ঠীর নিজস্ব কোন পেশা নেই তবুও গোষ্ঠীর তহবিল থেকে প্রয়োজন মত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে সদস্যাদের মধ্যে আলোচনা ক্রমে। ঝর্না সিকদার জানান গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে তিনি যা ঋণ পান তা তিনি তার নিজস্ব ব্যবসার কাজে ও সাংসারিক প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা হয়ে অনেকটাই আত্মনির্ভর হতে শিখিয়েছে বলে তিনি জানান। আগে পারিবারিক কারনে ধারদেনা করতে হলেও এখন সেটা প্রায় নেই বলে তিনি জানান। সাংসারিক আয় ব্যায়ের হিসাব প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে স্বামী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও এক্ষেত্রে তিনিও মতামত প্রদান বা ভূমিকা পালন করেন বলে ঝর্না সিকদার জানান। তার মতে এই গোষ্ঠী গঠন করার ফলে অনেকটাই সুবিধা হয়েছে ও এর জন্য উপকারও পেয়েছেন অনেক, যার ফলে অনেকেই গোষ্ঠী গঠনের ক্ষেত্রে উৎসাহী বলে তিনি মনে করেন।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৭ : শান্তি কলোনীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর এমনি এক সদস্যা হলেন **শ্রীমতি মিনা শাসমল**। তিনি জানান এই স্বর্নিভর গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়ার আগে পারিবারিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। একসময় স্বামী কারখানায় কাজ করতো, কিন্তু কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে অনেক লাভ হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ধীরে ধীরে কিছু করার চেষ্টা করতে লাগলাম। নিজে অবসর সময়ে বিড়ি বাঁধাই এর কাজ করি, এতে সংসারের জন্য দু পয়সা আসে। স্বামী এক সময় বেকার হয়ে ঘরে বসেছিল, সেই অবস্থায় প্রায়ই ঝগড়া ঝামেলা লেগে থাকতো, সেই সময় সাংসারিক অবস্থাও ভাল ছিল না। আবার দুটো মেয়ে স্কুলে পড়ে, তার খরচও আছে। সবই যেন কেমন হয়ে আসছিল বলে জানান বলে শ্রীমতি মিনা শাসমল। গোষ্ঠী থেকে টাকা নিয়ে, আবার নিজে লোকের বাড়িতে কাজ করে, কিছু জমিয়ে স্বামীর জন্য ছোট্ট একটা দোকান করে দিয়েছি।এখন স্বামী দোকান

চালায়, আমি নিজের কাজে যুক্ত থাকি। গোষ্ঠীর টাকাটা ঠিক সময়েই কাজে লেগেছে বলে শ্রীমতি মিনা শাসমল জানান। এখন সংসার মোটামুটি ভাল ভাবেই চলছে, আবার মেয়ে দুটির পড়াশোনার জন্যও নিজে টাকা দিতে পারছি বলে আনন্দ হচ্ছে। গোষ্ঠীতে যুক্ত হওয়ার ফলে জীবন যাত্রার মান বেশী না হলেও কিছুটা বেড়েছে। প্রয়োজনের সময় গোষ্ঠীর টাকা উপকারে এসেছে তাই বাঁচতে সুবিধা হয়েছে বলে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৮ : রঞ্জিতা রায় শান্তি কলোনীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর অন্য আর এক সদস্যা। তিনি জানান যখন স্বামী জীবিত ছিল তত দিন পরিবারে স্বামীই একমাত্র রোজগারের ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু স্বামী মারা যাবার পর ধারদেনা তেমন না থাকলেও সংসার কিভাবে চালাবো তা নিয়ে এক সময় চিন্তার অন্ত ছিল না। তারপর লোকের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে কিছু টাকা মাস পোহালে মাইনে পেলেও তা নিয়ে সংসার চালানো খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। যাদের বাড়িতে কাজ করি সেই বৌদি এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর কথা বলে এবং আমাকেও এর সাথে যুক্ত হতে বললেন। বৌদি সব ব্যবস্থা করে দিলে এবং আমিও একজন গোষ্ঠীর সদস্যা হিসাবে যোগ দিলাম। এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে অনেক উপকার পেয়েছি বলে জানান তিনি। তার মতে এই গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে মনে অনেকটাই সাহস পেলাম। তাছাড়া গোষ্ঠীর সবাইও সেই আশ্বাস দিল। যদিও এখনো পর্যন্ত গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করিনি তবে জানি যখন প্রয়োজন হবে তখনই পাবো। আর এর জন্যই তো স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছি তিনি জানান। এখন মোটামুটি পারপার্শ্বিক অবস্থা, বাজার সবই বুঝতে পারছি তাই এখন ঠকে যাওয়ার খুব একটা ভয় নেই। এখন ছোট ছেলে পড়ছে আর বড় ছেলেটা পড়া ছেড়ে দিয়ে কারখানায় কাজ করে আবার কখনও কখনও নিজেও কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিড়ি বাঁধাই এর কাজ করে। তাই হাতে একটু পয়সাও থাকছে। এখন বাড়ি ঘর একটু বাঁধাই করার কথা ভাবছি। তাই টাকাও জমাচ্ছি। তবে এখন ছোট ছেলের পড়াশোনার জন্য ভাবতে হচ্ছে। বড় ক্লাসে উঠেছে টাকা পয়সাও বেশী লাগবে। তাই ভেবেছি গোষ্ঠী থেকে ঋণ নিয়ে ছোট চায়ের দোকান করবো বলে জানান রঞ্জিতা রায়।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ৯ : শান্তি কলোনীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর আর এক সদস্যা **শ্রীমতি কমলা রায়**। তিনি জানান এই স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পৌরসভার যথেষ্ঠ ভূমিকা আছে এবং প্রথম থেকেই তিনি এই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত। তিনি পেশায় গৃহবধূ হলেও সাংসারিক সারা দিক সামলে অবসর সময়ে বিড়ি বাঁধাই এর কাজ করেন। স্বামী দুলাল রায় স্থানীয় এক কারখানার শ্রমিক। পরিবারে স্বামী ছাড়া কেবলমাত্র শ্বাশুড়িই বর্তমান এবং তিনি এখন কাজ কর্ম করতে অক্ষম। পরিবার ছোট হলেও আর কটা সাধারণ দরিদ্র পরিবারের মতই অভাবের সংসার। তিনি জানান স্বামী দৈনিক শ্রমিক তাই তার মজুরিও কম। তা ছাড়া অসুখ বিসুখতো রয়েছেই, তাই একটা রোজগারে আর চলে না। বিড়ি বাঁধাই করে কিছু আয় হলেও তা খুবই অল্প। তাই এই পরিস্থিতিতে নিজে কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে বলে তিনি জানান। শ্রীমতি কমলা রায় জানান গোষ্ঠীর তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে সংসারের কাজে ব্যবহার করেছি। পারিবারিক অবস্থা খারাপ হলেও তেমন ধার দেনা করতে হয়নি। পারিবারিক সিদ্ধান্ত স্বামী গ্রহণ করলেও তার ভূমিকা বা মতামতের গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি জানান। নিজেদের মধ্যে টাকা জমিয়ে রেখে তা সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজনে ঋণ দেওয়া হয়ে থাকে, এর ফলে যেমন টাকা ধার নেওয়া যায় তেমনি প্রয়োজন মত শর্ত মেনে শোধও করতে হয়, অসুবিধা খুব একটা হয় না। সবার উপকারে লাগবে এই ভেবেই তো গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে বলে শ্রীমতি কমলা রায় জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১০ : বর্ধমান কাঞ্চন নগরের শান্তি কলোনীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যা তথা গোষ্ঠীর প্রধান নেত্রী **শ্রীমতি দুলালী হালদার**। তিনি জানান এই গোষ্ঠী পরিচালনা করা সোজা নয় গোষ্ঠীর সব দিকগুলিই ভেবে দেখতে হয়। তিনি বলেন যে কথা চিন্তা করে দল গড়ে উঠেছে সেই দিকগুলি তো ভাবতেই হবে। পারিবারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না হলেও গোষ্ঠীর অন্যান্যদের তুলনায় বেশ ভাল। স্বামী স্থানীয় কারখানায় শ্রমিক ও ছেলে একই পেশায় যুক্ত বলে জানান শ্রীমতি দুলালী হালদার। গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যদের তুলনায় শিক্ষাগত

দিক থেকে একটু এগিয়ে থাকায় তাকেই নেত্রী হিসাবে সমর্থন করেন সকলে। তিনি বলেন গোষ্ঠী গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রয়োজনের সময় যাতে সকলে সাহায্য পায়। আমাদের সকলেরই জীবন যাত্রার মান তেমন ভাল নয়, সকলেই গরীব, প্রয়োজনে বিপদে টাকার দরকার হলে কেউই একসঙ্গে এতগুলি টাকা জোগাড় করতে পারবে না, তার উপর কারোরই পরিবারে তেমন ভাল আয় নাই। তাই আমরা ঠিক করি দল গঠন করে মাসে মাসে কিছু টাকা জমা করে প্রয়োজনে শর্তসাপেক্ষ ভাবে টাকা ধার দেওয়া যাবে। দুলালী হালদার জানান তিনি নিজে গোষ্ঠীর থেকে টাকা হার নিয়ে মরসুমী ব্যবসা করেন। তিনি বালাপোষ তৈরী করেন, এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি গোষ্ঠীর তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে ক্রয় করেন। যদিও সংসারের প্রয়োজনেও এই টাকা ব্যবহার হয় বলে তিনি জানান। তার মতে এখন দুটো পয়সা হাতে থাকার ফলে ধার দেনা তেমন করতে হয় না। আরও কিছু টাকা জমিয়ে ঘরটা মেরামত করার কথা ভাবছি বলে তিনি জানান। দেখতে দেখতে এই গোষ্ঠীতে অনেক বছর কেটে গেল, গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন কোন সমস্যা নেই বলে শ্রীমতি দুলালী হালদার জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১১ : বর্ধমান নীলপুর উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতির অন্যতম সদস্যা **শ্রীমতি পুতুল দাস**। তিনি জানান আমাদের গোষ্ঠী গঠিত হয় সেই সকল সদস্যদের নিয়ে যারা অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল বা যাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ। এক্ষেত্রে তিনি জানান বর্তমানে পৌরসভা এই গোষ্ঠী গঠন করতে অনেক সাহায্য করেছে। তিনি জানান তার পারিবারিক অবস্থা একেবারেই সাধারণ। স্বামী পেশায় ব্যবসায়ী। কাজেই সংসারে অভাব বিষয়টি না থাকলেও নিজে কিছু করার উদ্দেশ্যে সয়ম্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হই। গোষ্ঠী নেত্রী হওয়ার ফলে গোষ্ঠীর সকল বিষয়কে সঠিক ভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব আমার বলে শ্রীমতি পুতুল দাস জানান। ব্যক্তিগত প্রয়োজনে টাকা গ্রহণ না করলেও যারা টাকা ঋণ নিতে চান তাদের প্রয়োজনে গোষ্ঠীর অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তিনি জানান এই সয়ম্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হওয়ার ফলে এখন অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। আমরা গোষ্ঠীর সদস্যরা সবাই মিলে যে পেশা অর্থাৎ চিঁড়ে, বাদাম, পাঁপড় ভাজার প্যাকেট তৈরী করি এবং পরে সে গুলি বিভিন্ন স্থানে বা দোকানে বিক্রী করি, বিভিন্ন মেলার মধ্যে স্টল দিয়ে থাকেন বলে তিনি জানান। যদিও আক্ষেপের সাথে বলেন অভিজ্ঞতা কম থাকার বা প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। প্রথম প্রথম তেমন লাভ না হলেও এখন মোটামুটি লাভের মুখ দেখছি বলে শ্রীমতি পুতুল দাস জানান। যদিও পরিবারের মূল উপার্জনকারী স্বামী এবং সাংসারিক বিভিন্ন বিষয়ে স্বামীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবুও স্ত্রী হিসাবে তার সিদ্ধান্তের গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। তিনি জানান স্বল্প মূলধনের কারণে বড় কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও তা সম্ভব হয় না এবং উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত জায়গার সমস্যাও রয়েছে বলে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১২ : বর্ধমান নীলপুর উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতির গোষ্ঠীর আর এক সদস্যা **শ্রীমতি লক্ষী দাস** জানান পারিবারিক অবস্থা একটা সময় খুব খারাপ ছিল। স্বামী পেশায় ব্যবসায়ী তবে ব্যবসাটি খুবই ছোট, তাই মাস গেলে ব্যবসা থেকে তেমন কিছু আয় হত না। তাছাড়া একটা আয়ে এখন সংসার চালানোও কঠিন বলে তিনি জানান। কিছু রোজগারের উদ্দেশ্যে এই গোষ্ঠীতে আমরা সবাই মিলে এখানে কাজ করি বলে তিনি জানান। মূলতঃ আমরা চিঁড়ে ভাজা, পাঁপড় ভাজা প্রভৃতি তৈরী করি ও প্যাকেট করে বিভিন্ন স্থানে বা দোকানে বিক্রী করি। সবাই একসাথে এই সব কাজ করলেও আমাদের মধ্যে বিভিন্ন জনের দায়িত্ব থাকে। বাজার থেকে কাঁচা মাল আনা, তৈরী করা, প্যাকেট করা প্রভৃতি কাজের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পৃথক দায়িত্ব থাকে। এর পর প্যাকেট তৈরী হলে দোকানে দিয়ে আসা হয়, এবং মেলাতেও স্টল দেওয়া হয়। তিনি জানান পরিবারের প্রয়োজনে গোষ্ঠী থেকে ঋণ পেয়েছি। এটাই আমাদের মত দরিদ্র পরিবারের পক্ষে অনেক সুবিধার বিষয়। কারন অনেক সময় দেখেছি সমস্যায় পড়লে টাকা যোগাড় করাটাই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া মেয়ের পড়াশোনার জন্য টাকা পয়সা দরকার তাই আর একটা রোজগারে চলে না। সেই কারণে এই গোষ্ঠীর সদস্যা হয়ে অনেক উপকার হয়েছে। পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি নিজের মতামত দিয়ে থাকেন সাথে সাথেই আত্মনির্ভরতা অনেকটাই বেড়েছে বলে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১৩ : বর্ধমান নীলপুর উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতির অন্য আর এক সদস্যা **শ্রীমতি মিনু চক্রবর্তী** জানান পরিবারে দুইজন মাত্র মানুষ। কাজেই স্বামীর ছোট একটি গুমটি দোকান থেকে যা আয় হয় তা মাস গেলে দুই জনে চলে যায়। সারা দিন একা একা থাকি। সারা দিনে সংসারের কাজ করার পরও অনেকটা সময় একা একা থাকতে হয়। এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে সবার সঙ্গে মিশতে পারছি। সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করছি, ভাল লাগছে। তারপর সংসারের কাজ মিটিয়ে এই কাজগুলি করি তাই অসুবিধা হয় না বলে শ্রীমতী চক্রবর্তী জানান। খুব একটা অভাবের সংসার নয়, তবুও বাড়িতেই বসে থাকি। তাই গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত হয়ে যেমন অনেক কিছু শিখেছি, তেমনি টাকা পয়সাও কিছুটা হাতে আসছে। এখন আর খুব একটা ধার দেনা করতে হয় না, অল্পতেই চলে যায়। পরিবার এখন বেশ ভাল ভাবেই চলে যাচ্ছে। পরিবারের কিছু কিছু সিদ্ধান্ত দুজনেই আলোচনাক্রমে গ্রহণ করেন বলে তিনি জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১৪ : সন্ধ্যা দাস হলেন বর্ধমান নীলপুর উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতির অন্য আর এক সদস্যা। তিনি জানান স্বামী মারা যাবার পর সংসারের অবস্থা খুব ভেঙে পড়ে। একেই পারিবারিক অবস্থা খারাপ, তারপর অনেক ধার দেনা হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় লোকের কাছে চেয়ে এনে দিন চলতো। সেই সময় লোকের বাড়িতেই কাজ করে, ফুল বিক্রী করে দিন চলতো। মাস গেলে যা কিছু রোজগার হত তাতে কোনক্রমে দিন চলে যেত বলে সন্ধ্যা দাস জানান। তিনি জানান পারিবারিক আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকার জন্য ছেলেকে বেশীদূর পড়াতে পারেননি। গোষ্ঠীতে যুক্ত হবার পর আর্থিক অবস্থা কিছুটা হলেও ভাল হয়েছে। যখন টাকার প্রয়োজন হয় তখন গোষ্ঠীর তহবিল থেকে ঋণ নিতে পারি। নিজের ব্যবসার জন্যও ঋণ নিয়েছি, তাই অনেক সুবিধাও হয়েছে। ছেলে এখন রাজ মিস্ত্রীর কাজ করে, তাই সেখান থেকে মাস পোহালে কিছু পয়সা আসে। এখন ছেলেই সব ঠিক করে ও বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। আগের তুলনায় ধারদেনাও কমেছে বলে তিনি জানান। পরিবারের কাজ সারার পর গোষ্ঠীর কাজে যুক্ত হই তাই খুব একটা অসুবিধা হয় না। এখন সবার সাথে জানা শোনা, পরিচয় বাড়ছে, সব কিছু শিখছি, নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস আসছে বলে সন্ধ্যা দাস জানান।

সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরণী- ১৫ : বর্ধমান নীলপুর উত্তরপাড়া ১নং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও ঋণ সমিতির অন্য আর এক সদস্যা **শ্রীমতী জয়ন্তী মগর** জানান পারিবারিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। সংসার কোন রকমে চলে, স্বামীর ছোট একটা ব্যবসা তাই সারা মাসের পর খুব বেশী রোজগার হয় না। ছেলে এখন স্কুলে পড়ছে, তাই পড়াশোনার খরচও রয়েছে। এই অবস্থায় একটা রোজগারে সব কিছু চালান সম্ভব নয়। একটা সময় মনে হত কিছু করি, কিন্তু খুব বেশী লেখাপড়া শিখিনি, তাই সেই মনের জোড়ও ছিল না। তাছাড়া কোন রকম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিনি তাই কি করব সেটাই মূল সমস্যা ছিল। পরে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীতে যোগ দিই, এটা সব দিক থেকেই সুবিধাজনক। সংসারে সব কাজ শেষ করে আমরা গোষ্ঠীর কাজ করি। তা ছাড়া কিছু উৎপাদন করতে খুব বেশী টাকা পয়সা খরচ হয় না যা আমাদের মত পরিবারের পক্ষে অনেকটাই সুবিধার। মাসে খুব কম টাকা দিতে হয় তাই খুব একটা গায়ে লাগে না। যখন যাদের প্রয়োজন হয় গোষ্ঠী থেকে টাকা ঋণ নিতে পারে বলে তিনি জানান। আমরা এখন একসঙ্গে কাজ করি তাই চেনা জানার সাথে সাথে অভিজ্ঞতাও হচ্ছে। এখন মেলাতে বিক্রীর জন্য স্টল দিচ্ছি। এদিক থেকে মনের জোড়ও বেড়েছে বলে তিনি জানান। এখন দু পয়সা রোজগার করার আশা দেখছি। সাংসারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্বামী নিলেও তিনিও নিজের মতামত দিয়ে থাকেন বলে জানান তিনি। আগে ধার দেনা করতে হত, এখন অনেকটাই কমেছে। তাই কিছু পয়সাও হাতে থাকছে, জমাতে পারছি আর জানি দরকারের সময় এগুলিই সাহায্য করবে।

মূল্যায়ন: SHG প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়ন বা Womens Empowerment। এখানে ক্ষমতায়নের যে চারটি মূল দিক রয়েছে তা হল ক্ষমতা (Power), আত্মবিশ্বাস (Self-reliance), স্বত্ত্বাধিকার (Entitlement), এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (Decision Making)। SHG-র লক্ষ্যগুলি দুটি উন্নয়ন মূলক দিকে বিভক্ত- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ও সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য ছিল ৫-২০ জনের একটি

সমজাতীয় গোষ্ঠী গড়ে তোলা, যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগের মাধ্যমে বেশী আয় করতে সক্ষম হবে। এখানে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাবে। অন্য দিকে সামাজিক উন্নয়নের দিকগুলি হল স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থসামাজিক সচেতনতা এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধাচারণ। অর্থাৎ একটু ভাবলেই বোঝা যায় প্রকল্পটির মূল ভিত্তি অনেকাংশেই কল্যাণকর অর্থনীতি। সুতরাং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যমাত্রা তখনই অর্জন সম্ভব হবে যখন অর্থনৈতিক দিকগুলির সঙ্গে সঙ্গে SHG প্রকল্পে যা সামাজিক উন্নয়নের দিকগুলি অবহেলিত হচ্ছে সেই দিকে বেশী নজরদারী করা। আর তাই বোধ হয় প্রকল্পটির এত বছর অতিক্রান্ত হলেও Model Group খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে ওঠে।

SHG-র অর্থনৈতিক দিকটি বেশ সংগঠিত ভাবেই গ্রামীণ ও শহরে দরিদ্র মানুষ সাথে সাথে অর্থনীতিতে একটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সব থেকে বড় সাফল্য বোধ হয় সুদখোর মহাজনের হাত থেকে গরীব কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষের মুক্তি। যদিও সার্বিক ভাবে ঋণের ব্যবসা বিলুপ্ত হয়েছে একথা আদৌ ঠিক নয়। গোষ্ঠী গঠনের পূর্বে অর্থের প্রয়োজন পড়লেই গ্রামের মানুষ ছুটতো মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদের হারে ঋণ গ্রহণ করতে এবং তাও বন্ধকীকৃত দ্রব্যের বিনিময়ে। আর স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যোগদানের পর সে এই ঋণ পাচ্ছে গড়ে বার্ষিক শতকরা ১২-২৪ টাকা সুদের হারে। তবে এই ঋণ যে পুরোপুরি উৎপাদনশীলতার কাজে লাগছে তাও নয়। ঋণের এই সহজলভ্যতা অনুৎপাদনশীল কাজে খরচ করার একটি প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলস্বরূপ বাড়ছে ভোগ্য ঋণের পরিমাণ। স্বাভাবিক ভাবেই যে ঋণ সরবরাহ হচ্ছে সেই অনুপাতে গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হচ্ছে না। আশা করা গিয়েছিল একদিকে সঞ্চয়ের মনোভাব বৃদ্ধি, ঋণ সরবরাহ, এবং অন্যদিকে উদ্যোগ বিকাশ ও কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মহিলাদের উদ্যোগী করে তুলে তাদের আয় বাড়ানো যাবে। সেই সঙ্গে শিশু শিক্ষার উন্নতি সহ অন্যান্য সামাজিক অসুবিধাও দূর করা যাবে। যেমন দেখা গেছে মহিলাদের আয় বৃদ্ধি হলে সেই পরিবারে শিশু শিক্ষারও উন্নতি ঘটে। Drop out এর সংখ্যাও কমে। বাস্তবে কিন্তু তা সঠিক পথে এগোচ্ছে না উপরন্তু দেখা যাচ্ছে, যে মহিলারা গোষ্ঠী থেকে ঋণ নেয় তাদের অতি সামান্য অংশই নিজেরা নিজেদের কার্যকরী কাজে লাগায়। এই অর্থ তারা নেয় পরিবারের পুরুষ সদস্যদের কাজে বা প্রয়োজনে। পুরুষরাই ঠিক করে দেয় কতটা ঋণের দরকার এবং তা কি কাজে ব্যয় হবে। অর্থাৎ মহিলারা গোষ্ঠী করবে, সঞ্চয় করবে, ঋণ নেবে, কিন্তু এই ঋণের ব্যবহারের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তাদের বিশেষ থাকে না। আর সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতাই যদি না থাকে তবে SHG প্রকল্পের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের স্লোগানটির বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য এই SHG-র মাধ্যমে মহিলাদের যোগাযোগ ক্ষমতা আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবারে তাদের অনেকেই অর্থনৈতিক ত্রাতা বা আর্থিক সংকটের ত্রাতা হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে, (দ্রষ্টব্য: সদস্য ভিত্তিক ঘটনা বিবরনী- ১) তাদের মধ্যে নিয়মিত সংগঠিত ভাবে সঞ্চয়ের স্পৃহা জেগেছে- এককথায় SHG-র কল্যাণে গত এক দশকে মহিলাদের আর্থসামাজিক অবস্থানের এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মহিলারাও যে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ে স্বনির্ভর হতে পারে বা পরিবারের আয় বাড়াতে সক্ষম SHG-র মাধ্যমেই আজ তা প্রমাণিত হয়েছে। সমাজ বিবর্তনের এটি নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য দিক, আর এক্ষেত্রে NGO দের ভূমিকা ছায়াসঙ্গীর মতো।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য যেখানে নারীর ক্ষমতা উন্নয়ন, সেখানে আজও অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ এই পরিকল্পনা। প্রশিক্ষণের অভাব যেমন নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে, সাথে সাথে অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী উৎপাদন না থাকায় (দ্রষ্টব্য : গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরনী- ১ এবং ২) স্বনির্ভরতার বিষয়টি তেমনভাবে উঠে আসেনি। আবার অনেক সময় গোষ্ঠীর মিটিংও অনিয়মিত হয়ে পড়ে (দ্রষ্টব্য : গোষ্ঠী ভিত্তিক ঘটনা বিবরনী- ২) যার ফলে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না গোষ্ঠীর পক্ষে। সরকারী পক্ষ থেকে তদারকির দায়বদ্ধতার প্রতি উদাসীনতাও চোখে পড়ে যা অনেকটাই সাফল্যের প্রতিবন্ধক। তবে যে কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য পাওয়ার বিচারে শিক্ষার একটা বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। দেখা যায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বেশির ভাগ

সদস্য/সদস্যাই স্বল্প শিক্ষিত বা বলা যায় নামে মাত্র সাক্ষর ফলে অন্যান্য পথ এবং সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত হচ্ছে পর্যাপ্ত শিক্ষার অভাবে।

SHG আলোচনার প্রেক্ষিতে একটি প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ উঠে তা হল ত্রিস্তর বিশিষ্ট (ব্যাঙ্ক-NGO-SHG) এই প্রকল্পের পরিচালনার দায়িত্বে কারা থাকবে- গোষ্ঠীর সদস্যরাই না সংস্থা? অধিকাংশ সদস্যদেরই মত এই পরিচালনা ভার থাকবে গোষ্ঠীর হাতে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে অধিকাংশ SHGই চলে সংস্থার নিয়ন্ত্রণে। গোষ্ঠী গঠন, নেতা/নেত্রী নির্বাচন, সঞ্চয় ও সুদের হার নির্ধারণ, ঋণদান ইত্যাদি অধিকাংশ ব্যাপারেই সরাসরি গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব দিতে সংস্থাগুলির রয়েছে অনীহা। তবে ব্যতিক্রম অবশ্যই রয়েছে। ফলতঃ গোষ্ঠীর সদস্যদের পরিচালন ক্ষমতার অভাব, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। অতিমাত্রায় সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা কিন্তু গোষ্ঠীর স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

মনে রাখতে হবে প্রান্তিক মানুষকে উন্নয়নের অংশীদার করতে প্রয়োজন ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার। আর এই উদ্দেশ্যেই সরকারী উদ্যোগে ১৯৯২ সালে SHG যখন একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল দশ বছর বাদে তা এক গণ আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। নারীর পরিবারকে এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করা গেছে। বিগত ২০০৮ সালের মধ্যে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষের কাছে SHG মারফত ব্যাঙ্ক ঋণের পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে প্রকল্পটিকে আরও গতিশীল করতে NABARD এর অধীনে গঠিত হয়েছিল Micro Finance Development Fund বা ক্ষুদ্র ঋণ উন্নয়ন তহবিল। প্রকল্পটিকে চাহিদা ভিত্তিক ও গগনমুখী করে তোলার উদ্দেশ্যে এই সরকারী প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে অতীতের অনেক প্রকল্পের মত SHG প্রকল্প যেন ব্যর্থ না হয়। SHG-র মাধ্যমে আর্থিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে গরীব মানুষকে যেন পণ্য বিক্রেতার ভূমিকায় ব্যর্থ হয়ে আবার ফিরে না আসতে হয় শ্রম বিক্রেতার পূর্ববর্তী অবস্থানে। আর এই সঙ্গে অর্থনৈতিক দিকগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মত সামাজিক বিষয়গুলিকে সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে SHG কে গরীব মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের হাতিয়ার রূপে গণ্য করার চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। প্রয়োজন সার্বিক শিশু প্রকল্প, Integrated Sanitary Programmed, স্বাস্থ্য বীমা, সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প বা ICDS ইত্যাদি কর্মসূচী গুলিকেও SHG র সঙ্গে যুক্ত করা।

এক্ষেত্রে যে বিষয়ের উপর নজর দিতে হত তা হল— ১) দুর্বলতার কারণ গুলোকে দূর করে গোষ্ঠী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ২) ত্রিস্তরের সমবায় গুলিতে গোষ্ঠীর দেখভাল, বাজার সৃষ্টি, ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গোষ্ঠী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ শুরু করতে হবে। ৩) ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্ক, প্যাকস মিলে প্রতিটি সমবায়ে যেখানে গোষ্ঠী তৈরী হয়েছে সেখানে অন্ততঃ একজন সংগঠক, প্রয়োজনে দুইজন সংগঠক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। ৪) হাতের কাজ ও অন্যান্য কাজে ঠিকমত প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ৫) প্রত্যেক গোষ্ঠীর সপ্তাহে একদিন বসার কাজ ছিল কিন্তু তা হচ্ছে কি না লক্ষ্য রাখতে হবে। এবং বসার বিষয়টি কার্য্যকর করতে হবে। ৬) গোষ্ঠীগুলিকে বিনিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৭) নির্বাচনের মাধ্যমে গোষ্ঠীর সভানেত্রী, সম্পাদিকা, পদে পরিবর্তন আনতে হবে। ৮) গোষ্ঠীর সঞ্চয়ী আমানতের উপর অধিক হারে সুদ দেওয়ার কথা ভাবা প্রয়োজন। কারণ এই আমানত স্থায়ী আমানতের মতই, ৯) একই পরিবারের সদস্যদের একই গোষ্ঠীতে অন্তর্ভূক্তিকরণ, কেবলমাত্র ঋণ নেবার উদ্দেশ্যেই গোষ্ঠী গঠন, বিচার বিবেচনা না করেই সকলেই একসঙ্গে ঋণ নেওয়া, ঋণ নেওয়ার পর তা যথাযথ ভাবে কাজে না লাগান, ঋণের সদস্যদের দ্বারা গৃহীত না হওয়া, ঋণ আদায়ে সদস্যদের উদ্যোগহীনতা প্রভৃতি গোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয়তার বা ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, এই গুলি দূর করার প্রয়াস নিতে হবে। ১০) সমিতি বা সংগঠনগুলির তরফে লালন পালনে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হলে গোষ্ঠীর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে না। তাই এই গোষ্ঠীগুলিকে চিহ্নিত করে সর্বস্তরকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সর্বপরি সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে

কৌশলগত উন্নয়নকে মাথায় রাখতে হবে এবং যথেষ্ট সংবেদনশীল ভাবে এই প্রকল্পের সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধানের পথ খুঁজে বের করে একত্রে প্রয়াসই যেকোন পরিকল্পনার মত এই পরিকল্পনাকে সাফল্য এনে দেবে এই প্রকার আশা তো করা যেতেই পারে। আর এর মাধ্যমেই সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছান সম্ভব যা কঠিন হলেও কিছু অসম্ভব নয়।

গ্রন্থ সহায়ক :

A: বইপত্র:

1. Bryman Alan (2004): ***Social Research Methods***, Oxford University Press, London.
2. Buckingham & Petter Sounders (2004): ***The Survey Methods Work Book***, Polity Press Ltd. USA.
3. Fisher T. & Sriram M.S. (2002): ***Beyond Micro-Credit***, Vistaar Publication, New Delhi.
4. Harper M. (Ed.) (2003): ***Microfinance, Evolution Achivement & Challenges***. Sanskriti, New Delhi.
5. Harper M. (2003): ***Practical Micro-Finance***, Vistaar Publication, New Delhi.
6. Remenyi J. (1991): ***Where Credit is Due***, IT Publication, London.
7. Government of India, Ministry of Rural Development New Delhi (1999).Published SGSY–Guidelines.

B: পত্র পত্রিকা:

1. Chiranjeevulu T. (2003): ***"Empowering Women thorough self-Help Groups: Experience in Expriment."*** Kurukshetra Vol.- 51,No. 5,March.
2. Choudhary Sunil (2005): ***"Self- Help Group formation through frequently asked questions"***, Kurukshetra Vol.- 53,No. 3,January.
3. Mondal Amal (2005): ***"Swarnjyanti Gram Swarozgar Yojana and Self-Help Group: An assessment",*** Kurukshetra Vol.- 53,No. 3,January.
4. Jindal Ashutosh (2005): ***"Microfinance and SHGs: Role of Government Institution"***, EPW, September 17.
5. Kabeer Naila (2005):***"Is Microfinance a 'Magic Bullet' for Women's Empowerment?"***, EPW October 29.
6. Kannabiran Vasanth (2005): ***"Marketting Self- Help Group, Managing Proverty"***, EPW, August 20.
7. ইউনূস মুহাম্মদ (২০০১):***গ্রামীন ব্যাঙ্ক, শ্রয়ন, জুলাই***-ডিসেম্বর।
8. বসু অজিত নারায়ন (২০০১) ড. ইউনূসর ক্ষুদ ঋণ প্রকল্প, পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন ও একটি বিকল্পর সন্ধানে, শ্রয়ন, জুলাই-ডিসেম্বর।

তথ্য সূত্র :

1. The Telegraph: dated - 25.09.2006
2. সংবাদ পত্রিকা ১৮/১০/২০০৬
3. গনশক্তি পত্রিকা ১৫/০৯/২০০৬,২৬/১০/২০০৬, ২৫/১১/২০০৬, ১৮/১২/২০০৬, ০৫/০১/২০০৭, ০৯/১১/২০০৭
4. পঞ্চয়েতী রাজ সমাচার মে ২০০৮।

C. ওয়েবসাইট:

1. www.microfinancegateway.org/impact
2. www.alternative-finance.org.uk
3. www.grameen.infor.org